মেহেরপুরে মোটর শ্রমিক ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুরে মোটর শ্রমিক ড্রাইভারদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পুলিশ, ট্রাফিক বিভাগের আয়োজনে আজ শনিবার সকালে মোটর শ্রমিক ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায়

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার মহোদয় ২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি তিনি সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহন চালানোর সময় সতর্কতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে গাড়ি পরিচালনার জন্য ড্রাইভারদের প্রতি আহ্বান জানান। দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিকল্প নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন টিআই (প্রশাসন) আব্দুল হান্নানসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পরিবহন খাতের মোটর শ্রমিক ড্রাইভারগণ।

কর্মশালায় ড্রাইভারদের নিরাপদ ড্রাইভিং, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা এবং যাত্রীসেবায় পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আমঝুপি নূরানি ও হাফিজীয়া মাদরাসার অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুরের আমঝুপি নূরানি ও হাফিজীয়া মাদরাসার উদ্যোগে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় আয়োজিত এ অভিভাবক

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শামসুল হুদা শিশির।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জহুরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেমস শিক্ষক শরিফ উদ্দিন।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সভা সভাপতি আছাদ খান এবং সাধারণ সম্পাদক মো: মিথুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক উমর ফারুক। সমাবেশে মাদরাসার তিনজন হাফেজকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন মো: আব্দুর রহমান তামিম, মো: সামির এবং মো: সাইদ।

বক্তারা শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেহেরপুর কাচাঁবাজারে সবজির বাজার স্থিতিশীল

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা কম-বেশি দেখা গেছে। শীতকালীন সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে প্রত্যেকটা সবজি, মাছ, মাংস ও মুরগির দাম ওঠানামা লক্ষ করা গিয়েছে। পাইকারি বাজারে নতুন আলু ২৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজের দাম কমে ৩০ টাকায়, রসুন ৫০ টাকায় , কাচা মরিচ ৯০ টাকা স্থিতিশীল, আদা ১৩০ টাকা।

বেগুন ৪৫ টাকা স্থিতিশীল, শিম ও মূলা ১০ ও ৩০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ১১৫ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ও শশা ৭০ টাকায় স্থিতিশীল, পেঁপে ২০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ২০ টাকা কেজি, বাধাকপি ১৫ টাকা কেজি

ও পালংশাক ১৫ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
খুচরা বাজারে নতুন আলু ৩০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৬০ টাকা থেকে কমে ৪০ টাকায়, রসুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ১২০ টাকায় স্থিতিশীল, আদা ১৬০ টাকা।

বেগুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, শিম ও মূলা ১৫ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটলের দাম ১৪০ টাকায় অপরিবর্তিত, টমেটো ৮০ টাকায় অপরিবর্তিত, শশা ৯০ টাকা, পেঁপে ৩০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৩০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২৫ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা কমে ২০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজারে রুই ২০০টাকা , তেলাপিয়া ১৫০ টাকা, পাঙাস ১৫০ টাকা, সিলভার ১৩০ টাকা, জিওল ৩০০ টাকা, ইলিশ ৬০০-৩০০০ টাকা, বাগদা চিংড়ী ৭০০ টাকা,গলদা চিংড়ী ৭০০ টাকা, দেশি চিংড়ী ৮০০-১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৮০, সোনালি মুরগি ২৬০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৭০টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে৷
ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতারা বলেন, অন্য সকল সবজির দাম মোটামোটি ঠিকই আছে, শুধু কাঁচা মরিচের দাম বেশি। শীতকালে মেহেরপুরে মরিচ হয় না, তাই বাইরে থেকে মরিচ আমদানি করতে হয়। পরিবহন খরচ তারপর লেবার খরচ দিয়ে দোকান পর্যন্ত নিয়ে আসতে বেশি টাকায় কেনা পরে যায়। আমার নিরুপাই হয়ে বেশি দামে বিক্রি করি।

বাজারে আসা ক্রেতারা বলেন, সকল সবজির দাম ঠিক আছে, দুই-একটা সবজির দাম একটু ওঠানামা আছে। কিন্তু কাঁচা মরিচের দাম গত সপ্তাহের মতোই বেশি।

মেহেরপুর তহ-বাজার ব্যবসায়ি সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তন এবং সরবরাহ সংকটের কারণে কাঁচা মরিচ আর পটলের দাম বেড়েছে। এই সময়ে আমাদের মেহেরপুরে কাঁচা মরিচ এবং পটল হয় না। এছাড়া অন্যান্য সকল সবজির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

উপস্থিত বক্তব্যে বিভাগ শ্রেষ্ঠ মেহেরপুরের নাফিউল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উপস্থিত বক্তব্য (একক) প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মোঃ নাফিউল ইসলাম।

তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। এর আগে জেলা পর্যায়ে উপস্থিত বক্তব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনের মাধ্যমে তিনি খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করেন মোঃ নাফিউল ইসলাম। তার এই সাফল্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজসহ পুরো জেলা গর্বিত।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ।

মোঃ নাফিউল ইসলামের এই অর্জনে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে পুলিশ সুপারের কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে অসহায়, ছিন্নমূল ও প্রতিবন্ধী শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

গত বুধবার রাতে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক বিবেচনায় নিজ

উদ্যোগে তিনি এই কম্বল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

কম্বল পেয়ে শীতার্ত মানুষজন পুলিশ সুপার মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে তিনটি ইটভাটায় ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে তিন লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর, ব্যাটালিয়ান আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে এসবিআর ব্রিকস (মো. রফিকুল হালসনা) এবং এমইউএস ব্রিকস (মো. ইলিয়াস বিশ্বাস) এ ফিক্সড চিমনি স্থাপন ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৬/১৬ ধারায় প্রত্যেককে এক লাখ করে মোট দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এদিকে গাংনীতে পরিচালিত পৃথক অভিযানে হানিফ ব্রিকসকে ফিক্সড চিমনি স্থাপন ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের দায়ে একই আইনের ৬/১৬ ধারায় এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনস্বার্থ রক্ষায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে ১৫০টি কম্বল বিতরণ করেছে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রাম।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে আয়োজিত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের প্রশাসক মো. সফিকুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সংস্থাটির মেহেরপুর প্রোগ্রামের অর্থ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বক্তারা বলেন, শীত মৌসুমে সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক কর্তব্য। এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে সহমর্মিতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে আরও সুদৃঢ় করে।

এদিকে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ধারাবাহিক শীতবস্ত্র কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার পাশাপাশি গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৭৫০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সিপিবি

প্রার্থী মিজানুর রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।

এর আগে দলীয় মনোনয়ন না থাকার কারণ দেখিয়ে সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

আপিল নিষ্পত্তির মাধ্যমে মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচনী মাঠে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কমিশন বাণিজ্য ও অদৃশ্য ক্ষমতার বলয়ে গণপূর্তে একক নিয়ন্ত্রণ জামালের!

গণপূর্ত বিভাগে (পিডব্লিউডি) মেহেরপুর জেলায় দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব খাটানো, কমিশন বাণিজ্য, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, বদলি বাণিজ্য, অনৈতিক সম্পর্ক এবং রহস্যজনক ক্ষমতার জোরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ আঁকড়ে থাকার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এসডিই জামাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঠিকাদারদের ভাষ্য অনুযায়ী, কার্যত পুরো মেহেরপুর জেলা গণপূর্ত বিভাগটি দীর্ঘদিন ধরে তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় ঠিকাদার ও পিডব্লিউডি সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের দাবি, এসডিই জামাল বিভিন্ন সময়ে অন্য ঠিকাদারের নামে কাজ দেখিয়ে বাস্তবে নিজেই সেই কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের দুলাল (ছদ্মনাম) নামের এক ঠিকাদারের মাধ্যমে এসব অনিয়ম তিনি করে থাকেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি মেহেরপুর জেলা গণপূর্ত বিভাগে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। এমনকি তৎকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মন্ত্রী থাকা অবস্থায় একবার তার বদলি হলেও, মন্ত্রীর ভাই ঠিকাদার সরফরাজ হোসেন মৃদুল এবং ভগ্নিপতি ঠিকাদার বাবলু বিশ্বাসের সুপারিশে সেই বদলি আদেশ বাতিল হয় বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, গাংনী শহরে স্বজনদের নামে তিনি পাঁচতলা ভবনসহ অন্তত দুটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। সন্ধানী স্কুলের পাশেই অবস্থিত তার একটি পাঁচতলা বাড়ি।

এছাড়া ঠিকাদারদের কাজের বিল উত্তোলনের সময় বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে বিলের পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত আদায় করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

আরও অভিযোগ রয়েছে, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পালের দায়িত্বকালীন সময়ে প্রতিবছর এসডিই জামাল তার নিজ ভাগ্নে রাজিবুর রহমান পিন্টুর নামে অফিসিয়াল ভাউচার তৈরি করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। মেহেরপুর শহরের মতিন হার্ডওয়্যার, কামাল হার্ডওয়্যার ও মিশু ইলেকট্রনিক্সসহ বিভিন্ন দোকান থেকে কম দামে মালামাল কিনে ভাউচারে অতিরিক্ত মূল্য দেখানো হতো বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত বাড়ির বিভিন্ন সংস্কারকাজের মালামাল কিনে তিনি সরকারি ভাউচারের মাধ্যমে সেই বিল পরিশোধ করেছেন বলেও দপ্তর সংশ্লিষ্টরা প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

পিডব্লিউডির একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আওয়ামী লীগ আমলে মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক দুই সংসদ সদস্যের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে এবং সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে এসডি জামাল মেহেরপুরের গণপূর্ত বিভাগে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেন।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও

তিনি সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ওই সময় মেহেরপুরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি হলেও অদৃশ্য শক্তির কারণে এসডি জামাল বহাল তবিয়তে থেকে যান। শুধু তাই নয়, বর্তমানে তিনি একাই জেলা গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) এবং সহকারী প্রকৌশলী এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে একসঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি সরকারি দপ্তরে একই ব্যক্তির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন বিরল ও বিস্ময়কর নজির বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা।
অভিযোগ রয়েছে, নিজ পদের প্রভাব খাটিয়ে জেলা জজ আদালত ও চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন মামলার আসামিদের জামিনের তদবির করতেন তিনি।

আরও বিস্ময়কর তথ্য হলো, গাংনী উপজেলায় স্থায়ী ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও তিনি মেহেরপুর জেলা পিডব্লিউডিতে একই কর্মস্থলে টানা ১৪ বছর ধরে কর্মরত রয়েছেন, যা সরকারি চাকরিবিধিকে প্রকাশ্যেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

২৪ সালের ৫ আগস্টের পর নিজ এলাকা গাংনীর লোকজনের নামে পিডব্লিউডির প্রায় ৩৫টি ঠিকাদারি লাইসেন্স করিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। আর অনুসন্ধানে জানা গেছে লাইসেন্সপ্রাপ্তদের মধ্যে মুদি দোকানি ও পান বিক্রেতাও রয়েছেন।

অভিযোগের তালিকায় রয়েছে তার অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টিও। একই দপ্তরের সাবেক একজন এসও (কামরুজ্জামান) তার বাসভবনে অনুপস্থিত থাকলে সেখানে এসডিই জামাল নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিসহ অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল অফিসের সকল কর্মচারী কর্মকর্তা দের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি মীমাংসা করেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া ঠিকাদার দুলালের (ছদ্মনাম) মাধ্যমে প্রায়শই পিডব্লিউডির মুজিবনগর গেস্ট হাউসে অবস্থান করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও উঠেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জানান, এই এসডির কারণে এক ঠিকাদারের সংসার ভেঙে গেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই

ঠিকাদারের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি নিয়মিত ভিডিও কলে যুক্ত থাকতেন।

আরও অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে বদলি হয়ে নতুন নির্বাহী প্রকৌশলীরা মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগে যোগদান করলে তাদের চাপে রাখতে গাংনী উপজেলার নির্দিষ্ট কিছু সাংবাদিককে ব্যবহার করতেন তিনি। আবার নিজের পছন্দের ঠিকাদার কাজ না পেলে নামধারী ও ফেসবুক লাইভ ভিত্তিক সাংবাদিকদের কাজের স্পটে পাঠিয়ে চাঁদাবাজি করানোর অভিযোগও রয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত এসডিই জামাল উদ্দিন সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘নতুন লাইসেন্স হলে সরকার রেভিনিউ পায়, সরকারের আয় বাড়ে। নতুন লাইসেন্স হলে তো অসুবিধার কিছু নেই। লাইসেন্স যশোর সার্কেল অফিস থেকে পাস হয়ে আসে। আমি অফিসে বর্তমান পদে মাত্র এক বছর আছি। আগে ছিলাম প্রমোশন পাওয়ার পর ঢাকায় বদলি হয়েছি পরে আবার এখানে এসেছি। এখানে একই পদে দীর্ঘদিন আছি এভাবে এ কথা তো কেউ বলতে পারেনা। ‘

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল হাসান বলেন, ‘সরকারি বিধি অনুযায়ী আমাদের দপ্তরে প্রত্যেক কর্মকর্তা তিন বছর দায়িত্ব পালন করলে বদলি হন। জামাল সাহেব স্থানীয় হওয়ায় হয়তো প্রভাবশালীদের সহযোগিতা পেয়েছেন। তিনি ২০১৩ সাল থেকে একই কর্মস্থলে ছিলেন। ২০২০ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। এরপর থেকে চলতি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও একটি পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি অতি সম্প্রতি এখানে যোগদান করেছি, তাই নৈতিকতা সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে মন্তব্য করতে পারছি না।’

গণপূর্ত অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফজলুল হক মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, ‘জামাল উদ্দিন দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকায় তার একটি আলাদা প্রভাব তৈরি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে, এটা সত্য। বর্তমানে নির্বাচনকালীন সময় হওয়ায় তাকে বদলি করা সম্ভব নয়। তবে নির্বাচন শেষে এক মাসের মধ্যেই তাকে অন্যত্র বদলি করা হতে পারে।’

গাংনী উপজেলা তার স্থায়ী ঠিকানা হলেও জামাল উদ্দিন ২০১৪ সালের ১ জুলাই মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগে উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত একই স্থানে কর্মরত থাকার পর বদলি আদেশ জারি হলেও তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও ভগ্নিপতির সুপারিশে তা বাতিল হয়। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে

২০২১ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি একই কার্যালয়ে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সরকারি ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ড অনুযায়ী, বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তিনিই একাই পালন করছেন।

মেহেরপুরে শত্রুতামূলক বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন দিগলকান্দি গুচ্ছ গ্রামের চিনিরদোপ মাঠে শত্রুতামুলক ভুট্টা গাছ কেটে তছরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

গত সোমবার ও মঙ্গলবার পরপর দুই রাতে প্রায় এক বিঘা জমির বাড়ন্ত ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, গুচ্ছ গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলাম ৪০ হাজার টাকায় দুই বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে আসছে। চলতি মৌসুমে ঐ দুই বিঘা জমিতে তিনি ভুট্টার আবাদ করেছেন। ভুট্টা গাছগুলো বর্তমানে বাড়ন্ত অবস্থায় মাঠে দন্ডায়মান আছে। এক দেড় মাসের মধ্যে গাছগুলোতো ফল আসা শুরু করবে।

এরই মাঝে পরপর দুই রাতে শত্রুতামূলক কে বা কারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ভুট্টার গাছ কেটে বিনষ্ট করেছে। দরিদ্র পরিবারের তিল তিল করে কষ্টে গড়া ফসলের এমন ক্ষতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষকের স্ত্রী রিনা খাতুন।

তিনি বলেন, অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তিল তিল করে এই ফসল আবাদ করছি। কিন্তু শত্রুতামূলক কে বা কারা আমার এই ক্ষতি করেছে আমি তাদের বিচার চাই।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শরিফুল বলেন, এ পর্যন্ত জমিতে আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে ফসল টা তুলতে পারলে ১ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হতো এখন আমার সবই দন্ড।

এবিষয়ে তিনি গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।